স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ কোলাঘাট ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ নন্দাই গাজন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গ্রুপ ডি কর্মচারী সহ ডাক্তার নিয়োগেরে দাবিতে এবারে আন্দোলনে নামল কোলাঘাট ব্লক হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের নেতৃত্বে এলাকার বাসিন্দারা। আজ সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার ডঃ পি মন্ডলের সাথে সাক্ষাৎ করে চারদফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি দেন। ডাক্তারবাবু ঐ স্মারকলিপি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে প্রতিনিধিদের জানান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের ব্লক কমিটির কার্যকরী সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ অর্জুন ঘোড়ই, সদস্য চন্দন সামন্ত ও সেখ মহিবুল, বিধুভূষণ উত্থাসনি প্রমুখ। ১০ শয্যাবিশিষ্ট নন্দাইগাজন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দুজন ডাক্তারবাবু রয়েছেন, রয়েছে ৪ জন নার্স ও ২জন গ্রুপ ডি কর্মচারী। রবিবার ও ছুটির দিন ছাড়া সবদিনই আউটডোর চিকিৎসা হয় এই কেন্দ্রে। যেদিন ডাক্তাবাবুদের কেউ অসুস্থ হন বা ছুটি নেন তখন আউটডোর চিকিৎসা বন্ধ থাকে। কেন্দ্রটির উপর কোলাগাট ব্লকের ভোগপুর, দেড়িয়াচক, সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত সহ শহীদ মাতঙ্গিনী ও পাঁশকুড়া ব্লকের প্রায় ৩০-৩৫টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ নির্ভরশীল। গত ২৭শে ডিসেম্বর কর্তৃপক্ষ গ্রুপ ডি কর্মচারী কম থাকার কারনে ১লা জানুয়ারী থেকে আউটডোর পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে এক নোটিস দেওয়ালে টাঙালে এলাকার বাসিন্দারা কর্তৃপক্ষের উপর চড়াও হয়ে নোটিশটি ছিড়ে দিতে বাধ্য করান বলে খবর। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়, অভিলম্বেপ্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রুপ ডি কর্মচারী নিয়োগ সহ অন্ততঃ আর একজন ডাক্তারবাবু নিয়োগ করতে হবে। রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তরের জন্য সরকারি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ব্যবস্থা সহ সপ্তাহে একদিন চক্ষু, প্রসূতি, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদ্বারা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। এর সাথে রোগীদের বসার জন্য নির্মিত অসম্পূর্ণ শেডটির নির্মাণ কার্য অবিলম্বে শেষ করার দাবি করা হয়।

আই সি ডি এস কর্মীদের মিলনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরনায় ময়না বিধানসভার বিধায়ক ডঃ সংগ্রাম কুমার দোলাই এর উদ্দ্যোগে বৃহস্পতিবার 'ময়না বিবেকানন্দ মিশনের' অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হল ময়না ব্লকের আই সি ডি এস কর্মী ও সহায়িকদের নিয়ে মিলন সভা। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডঃ সংগ্রাম কুমার দোলুই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ বিমান পন্ডা, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ সাজাহান আলি, ময়না ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সুব্রত মালাকারসহ বিশিষ্টরা। আই সি ডি এস কর্মীরা তাদের বক্তব্যে অভাব অভিযোগের কথা বলেন, বেতন বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তোলেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে শৌচাগারের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিধায়ক ডঃ সংগ্রাম কুমার দলুই তাঁর বক্তব্যে যতটা সম্ভব সমাধানের আশ্বাস দেন। সেইসঙ্গে এই অভিযোগের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবার অঙ্গীকার করেন।

বিবেকানন্দ ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের সূচনা করলেন মন্ত্রী ড. সৌমেন মহাপাত্র।

কেশিয়াড়িতে শুরু হল বিবেক চেতনা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশিয়াড়ি ঃ কেশিয়াড়ি ব্লকের যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হল বিবেক চেতনা উৎসবের প্রাকলগ্নের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। কেশিয়াড়ি ব্লক ও কেশিয়াড়ি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে দুদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে কেশিয়াড়ি ব্লক বিবেক চেতনা উৎসব কমিটি। যা এদিন সংগঠিত হল কেশিয়াড়ি বিমলেশ্বর মাঠে। সূচনা পর্বে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা করেন কেশিয়াড়ি ব্লকের ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ কল্পনা শিট, বিশিষ্ট সমাজসেবী ফটিক রঞ্জন পাহাড়ি, কেশিয়াড়ি পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার সকালে কেশিয়াড়ি পঞ্চায়েত সমিতির ক্রীড়া কর্মধ্যক্ষ কল্পনা শিট নিজে ক্রিকেট খেলে এই দিনের নক আউট খেলার সূচনা করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় কেশিয়াড়ি ব্লক ও পার্শ্ববর্তী ব্লকের বেশ কয়েকটি দল। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে কল্পনা শিট বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বর্তমান যুব সমাজকে আরও গতিশীল ও আগ্রহী হওয়ার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, ছাত্রাছাত্রীদের কিংবা যুব সমাজের মনন ও চিন্তনের জন্য আবশ্যিক ক্রীড়া চর্চা।

ভাইটগড় ইয়ংস্টার ক্লাবের শীতবস্ত্র প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ কাঁথি-৩ ব্লকের কানাইদিঘি অঞ্চলের ভাইটগড় ইয়ং স্টার ক্লাবের উদ্যোগে এলাকার গরীব ও দুঃস্থ মানুষকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার ১০০ জনকে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হল এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী, কাঁথি-৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশচন্দ্র বেজ, কানাইদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়দেব সিং, উপপ্রধান অনুজ পন্ডা, ভাজাচাউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নন্দদুলাল মাইতি প্রমুখ। পূর্ব মেদিনীপুর গত কয়েকদিনে তাপমাত্রা অনেক নীচে নেমে গেছে। এই পরিস্থিতিতে শীতবস্ত্র পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ।

চ্যাম্পিয়ান এগরা ঐক্যতান ক্লাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ মেগা নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হল এগরা ঐকতান ক্লাব। এগরা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঐক্যতান ক্লাবের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আদলাবাদ ময়দানে সাতদিনের এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হয়। ১২ রানে জয়ী হয় ঐক্যতান ক্লাব। রানার্স হয় এগরা সংযোগ ক্লাব। জয়ী দলের হাতে নগদ ১৫ হাজার টাকা ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। রানার্স দল প্রায় ১০ হাজার টাকা ও ট্রফি। উদ্যোক্তা সংস্থার সম্পাদক দেবশংকর মাইতি বলেন, এগরা পুরসভা এলাকায় ক্রিকেট খেলার প্রসার ঘটাতে গত ২৫ বছর ধরে এমন প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এ দিনের খেলায় উপস্থিত ছিলেন তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী, এগরার চেয়াম্যান শংকর বেরা, সমাজসেবী উত্তম বারিক, সমাজসেবী কৌস্তভ দাস, এগরা মহকুমা টেলি টাওয়ার ওয়ার্কার ইউনিয়নের সভাপতি সেখ সুরজ আলি, সাংসদ প্রতিনিধ জয়ন্ত সাহু, বিশিষ্ট শিক্ষক ভক্তিপদ দাস প্রমুখ।

পাঁশকুড়া ব্লকের বিবেক চেতনা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ পাঁশকুড়ায় শুক্রবার পালন করা হল স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬ তম জন্মদিবস উপলক্ষে বিবেক চেতনা উৎসব। রাজ্যসরকারের উদ্যোগে রাজ্যের সমস্ত ব্লকেই পালন করা হচ্ছে এই বিবেক চেতনা উৎসব। পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন ব্লকের মতো পাঁশকুড়া ব্লকেও পালন করা হল বিবেক চেতনা উৎসব। এদিন সকালে ছোটছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এর পর বিবেকানন্দের জীবন নিয়ে চলে সেমিনার। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নন্দকুমার মিশ্র, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার জইদুলি ইসলাম খাঁন, সেখ সমীরুদ্দিন সহ বিশিষ্টরা।

পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে শুরু হল ৭৮ দিন ব্যাপী ২৯তম জেলা পথ নিরাপত্তা দিবস

ডি এস ও'র বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিআই দপ্তর অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঃ শিক্ষার নানান দাবী নিয়ে বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলা শিক্ষা পরিদর্শকের দপ্তর অভিযান করল ছাত্র সংগঠন ডিএসও। মিছিল মেদিনীপুর স্টেশন থেকে শুরু হয়ে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে দিয়ে এলআইসি চকে পৌঁছায়। স্কুল স্তরের নানান সমস্যা নিয়ে একটি মিছিল জেলা শিক্ষা পরিদর্শকের দপ্তর অভিমুখে যায়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে অন্য মিছিলটি যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। নেতৃত্ব দেন রাজ্য নেতৃত্ব ও জেলা সম্পাদক মনিশংকর পট্টানায়ক, প্রদীপ ওঝা, সুজতি সামন্ত, বিশ্বরঞ্জন গিরি, সিদ্ধার্থশংকর ঘাঁটা প্রমুখ। মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পৌঁছালে বিক্ষোভ দেখতে থাকে ছাত্রছাত্রীরা। অবিলম্বে অবৈজ্ঞানিক সিবিসিএস-সেমিস্টার বাতিল, ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষনা, অত্যাধিক ফি আদায় বন্ধ, ছাত্রছাত্রীদের এক তৃতীয়াংশ বাস ভাড়ায় যাতায়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর্থক ভূমিকার দাবী তোলা হয় বিক্ষোভ মিছিল থেকে। চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল পরীক্ষা নিয়ামক, অ্যাসিসটেন্ট রেজিস্ট্রার ও কলা বিভাগের ডিন এর সাথে সাক্ষাত করেন। প্রতিনিধিদের দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে পরীক্ষা নিয়ামক সুব্রত কুমার দে বলেন, দাবিগুলো সরকার ও ইউজিসিকে জানানো হবে। তারাই সিদ্ধান্ত নেবেন বিষয়গুলি নিয়ে। এদিন প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশফেল চালু, সরকার নির্ধারিত ফিতেই সমস্ত স্কুলে ভর্তির দাবিতে জেলা শিক্ষা পরিদর্শকের দপ্তরেও বিক্ষোভ ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। জেলা সম্পাদক মণিশংকর পট্টনায়ক বলেন, শিক্ষার স্বার্থে আমরা সুনির্দিষ্ট কিছু দাবি রেখেছি। এই দাবির স্বপক্ষে গোটা দেশ জুড়েই আন্দোলন চলছে। দাবি পূরণ না হলে সংগঠনের পক্ষ থেকে আরো বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত হবে।

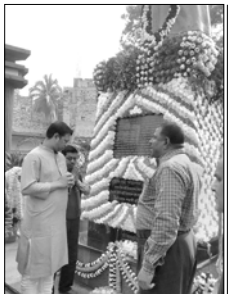

যুব তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে শুক্রবার সকালে কাঁথির পোস্ট অফিস মোড়ে স্বামীজির ব্রোঞ্জের পূর্ণাঙ্গ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন যুব তৃণমূলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কার্যকরী সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি।

কাঁথির সেরপুর এতোয়াড়িবাড় ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে শুক্রবার স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রবীন সাংবাদিক পরিতোষ মন্ডল। পরে সমিতির কনিষ্ক পন্ডার উদ্যোগে পথ চলতি মানুষদের মিষ্টি মুখ করানো হয়।